আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ: (০৬সেপ্টেম্বর, ২০২০) বুলেটিন নং ১৭৮	০৬ সেপ্টেম্বর হতে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ০২ সেপ্টেম্বর হতে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০২ সেপ্টেম্বর	০৩ সেপ্টেম্বর	০৪ সেপ্টেম্বর	০৫ সেপ্টেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	৩.০	০.০-৩.০ (৩.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.৩	৩৩.৫	৩৩.৬	৩৩.৪	৩২.৩-৩৩.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৭	২৫.৭	২৫.৭	২৮.২	২৫.৭-২৮.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৬.০-৯১.০	৫৩.০-৯২.০	৬৭.০-৯০.০	৬২.০-৯০.০	৫৩-৯২
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৭.৪	৭.৪	৯.২	৯.২	৭.৪-৯.২৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৫	৪	৬	৭	৪-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(০৬ সেপ্টেম্বর হতে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৭.৮ (১১.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.০-৩০.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২২.৬-২৩.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৪.০-৯৫.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯-৩.৫
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন। কৃষকরা গ্রুপ আকারে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন, ভাইরাসের উপসর্গের দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। বাড়িতে থাকুন, খুব জরুরী না হলে মাঠ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল এর উপর মোটামুটি সক্রিয়, দক্ষিণাঞ্চলের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের দূর্বল অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। পরিবর্তী ৭২ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে সামান্য থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ ধান:

ফুল থেকে কর্তন পর্যায়-

- জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ধানে মাজরা পোকা, নলী মাছি, বাদামী গাছ ফড়িং, লেদা পোকা এর আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করছে, ধানে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আক্রমন দেখা দিলে ট্রাইকোগ্রামা কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জমি থেকে পরিত্যক্ত খড়কুটা পরিষ্কার করুন যাতে করে খোল পোড়া রোগ আক্রমন না করতে পারে।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল কাটার ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন।
- পরিপক্ক ফসল কর্তন করুন রৌদ্রজ্জ্বল দিনে।

আমন ধান:

- জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন থোড় পর্যায়ে। শক্ত করে জমির আইল তৈরি করুন এবং চারা রোপনের ১-৩ দিনের মধ্যে অনুমোদিত আগাছা নাশক প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমন দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বফুরান স্প্রে করুন।

- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাজল বা ১ মিলি টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঢলে পড়া রক্ষার জন্য জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের পর স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালথিয়ন বা ২ মিলি ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সবজি:

- আগাম শীতকালীন সবজি চারা মূল জমিতে রোপণ করুন।
- চারা রোপনের আগে শিকড় ছত্রাকনাশক দ্রবণে শোধন করে নিন এবং মূল জমির মাটি শোধন করে নিন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন।
- আগাছা নিধন ও অন্যান্য আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- ফলের মাছি পোকা, লাল কুমড়া বিটল, এপিলাকনা বিটল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- বৃষ্টিপাতের কারণে কলা গাছে সার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা লীফ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কলাগাছের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ করুন। আন্ত:পরিচর্যা করুন।

পান:

- গোড়া পচা রোগ বা কান্ড পচা দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ গর্ত এ ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তুলা:

- প্রতি ৩৩ শতাংশে ২ কেজি হারে বীজ বপন সম্পন্ন করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।

- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আদ্রতার কারনে গামবোরো রোগের আক্রমন বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগ সহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।